Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 22-05-2026 18:10 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৭ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ২২মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৪৮ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

রাষ্ট্রপতি-উপরাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক, দিল্লিতে ঠাসা কর্মসূচি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

যত চাইবে, তত জ্বালানি দেবে আমেরিকা', 'ভালো বন্ধু' ভারতকে দরাজ বার্তা আমেরিকার

একজন চাওয়ালা আপনাদের কাছে এসেছে', বিশ্ব চা দিবসে ভাইরাল মোদির রোমের ভিডিও

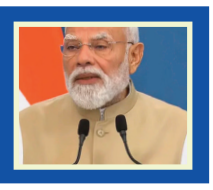

কোষাগারে টাকা নেই

আগের সরকার বড় বড় গর্ত করে গিয়েছে ঃ দিলীপ ঘোষ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব কাঁধে এলেও বদলায়নি তাঁর চেনা রাজনৈতিক ভঙ্গি। শুক্রবার সকালে মেদিনীপুরে পুরনো কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে অংশ নিতে দেখা গেল বিজেপি নেতা ও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে।সকাল থেকেই দলীয় কর্মীদের সঙ্গে হাঁটাহাঁটি ও পরে চা-চক্রে বসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেই আড্ডাতেই উঠে আসে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, তদন্তকারী সংস্থার সক্রিয়তা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ককরোচ জনতা পার্টি সংক্রান্ত বিতর্কও।দীর্ঘদিন ধরে মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় দিলীপ ঘোষ এদিনও পুরনো ধাঁচেই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন। ২০১৪ সালের পর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি, চা-চক্র ও জনসংযোগ রাজনীতিতে এক আলাদা ধারা তৈরি করেছিল বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের অভিমত। বিধায়ক ও সাংসদ থাকার সময়ও সেই ধারা অব্যাহত ছিল, মন্ত্রী হওয়ার পরও তা বজায় থাকল।চা-চক্রে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, পুরনো মেদিনীপুর যেমন ছিল তেমনই আছে। আগের সেই লোকজন, কর্মী-সমর্থক আর মর্নিং ওয়াকও রয়েছে। শুধু নতুন সরকার এসেছে আর আমি নতুন দায়িত্ব পেয়েছি।রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকার বড় বড় গর্ত করে দিয়ে গিয়েছে। কোষাগারে টাকা নেই। কেন্দ্রের সঙ্গে কথা চলছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও দিল্লি গিয়েছেন পলিসি ও বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে। আমিও আমার তিনটি দফতরের বাজেট নিয়ে বসব। আশা করছি পুরনো ও নতুন, সব কাজই আবার শুরু হবে।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে ইডি-সিবিআই তল্লাশি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আগে জমা পড়া অভিযোগ;বিশেষ করে হিংসা ও দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলির তদন্তই এখন চলছে। কোথাও রাজ্য পুলিশ, কোথাও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কাজ করছে বলেও দাবি করেন তিনি।সম্প্রতি আলোচনায় থাকা ককরোচ জনতা পার্টি গ্যাং নিয়েও মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, অনেকে অনেক কথা বলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকেই আইনের মুখোমুখি হতে হবে।জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রীর। ওই বৈঠকে জেলার প্রশাসনিক পরিস্থিতি, উন্নয়নমূলক কাজ এবং আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

বাংলায় কবে পূর্ণ মন্ত্রিসভা গঠন

শাহের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

দীপঙ্কর দোলাই , নয়া জামানা ঃ রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা দ্রুত গঠন করা হবে বলে জানালেও, এখনই তার নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করলেন না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সঙ্গে বৈঠকের পর শুক্রবার বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।ক্যাবিনেট সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা হলেও, ঠিক কী বিষয়ে কথা হয়েছে তা প্রকাশ করতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তবে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে, খুব শীঘ্রই রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা ঘোষণা হতে পারে।দিল্লি সফরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। পরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উপরাষ্ট্রপতি এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।দিল্লিতে পৌঁছেই বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফ-কে প্রথম দফার জমি হস্তান্তর করেছে রাজ্য সরকার। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই গুরুত্ব দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। সেই কারণেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, গত ৯ মে রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম দফায় ছয় মন্ত্রী শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্র পল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিসিথ প্রামাণিক। তবে এখনও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন হয়নি। ফলে আগামী দিনে কারা মন্ত্রিসভায় জায়গা পান, তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তুঙ্গে।

তালা ভেঙ্গে শান্তনুর বাড়িতে ইডির অভিযান

সোনা পাপ্পুর একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সোনা পাপ্পু অর্থ পাচার মামলার তদন্তে ফের সক্রিয় হল ইডি। শুক্রবার কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ মিলিয়ে মোট ৯টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তকারীদের দাবি,

ধৃত কলকাতা পুলিশ আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে 'সোনা পাপ্পু'-র সঙ্গে যুক্ত আর্থিক লেনদেন ও সম্পত্তির খোঁজেই এই অভিযান।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, তল্লাশি চালানো ঠিকানাগুলির মধ্যে রয়েছে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির বাড়ি, তাঁর ভাগ্নে সৌরভ অধিকারীর বাসভবন, কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর রুহিল আমিন আলির বাড়ি এবং মহম্মদ আলি ওরফে 'ম্যাক্স রাজু'-র ঠিকানা।

দক্ষিণ কলকাতার চক্রবেড়িয়া এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও মধ্য কলকাতার রয়েড স্ট্রিটের একটি হোটেলেও অভিযান চালানো হয়।শুক্রবার সকাল থেকেই মুর্শিদাবাদের কান্দিতে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের প্রাসাদোপম বাড়িকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার চলা ওই বাড়ির মূল ফটকে তালা ঝুলছিল। পরে ইডি আধিকারিকরা তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং তল্লাশি শুরু করেন।

বহুদিন ধরেই বাড়িটি ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহল ছিল বলে জানা গিয়েছে।ইডির দাবি, আর্থিক দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং পুলিশ পোস্টিং সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলতে পারে এই তল্লাশি থেকে। তদন্তকারীরা বাড়ির নথি, সম্পত্তির কাগজপত্র ও সম্ভাব্য আর্থিক লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখছেন।চক্রবেড়িয়ার ব্যবসায়ীর বাড়িতেও আর্থিক নথি, ব্যাঙ্ক লেনদেন এবং সম্পত্তির খতিয়ান পরীক্ষা করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, অভিযুক্তদের সঙ্গে যুক্ত অর্থ বিভিন্ন ব্যবসায়িক মাধ্যমে বিনিয়োগ বা লেনদেন করা হয়ে থাকতে পারে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 22-05-2026 18:11 Page 2

শুক্রাণুতে লুকিয়ে থাকতে পারে হান্টাভাইরাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ হান্টাভাইরাস নিয়ে নতুন একটি গবেষণা বিশ্বজুড়ে চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, এই ভাইরাস মানুষের শরীরের প্রজননতন্ত্রে অনেক বছর পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে। এমনকী সংক্রমণ সেরে যাওয়ার প্রায় ছয় বছর পরেও একজন ব্যক্তির বীর্যে ভাইরাসের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই নতুন করে সতর্ক হচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।হান্টাভাইরাস একটি বিরল ভাইরাসজনিত সংক্রমণ যা সাধারণত ইঁদুর বা সংক্রামিত প্রাণীর মল, প্রস্রাব বা লালার সংস্পর্শে ছড়ায়। এই ভাইরাসে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, শরীরে ব্যথা, কিডনি ও ফুসফুসের গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে রোগটি প্রাণঘাতীও হতে পারে।সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ৫৫ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে দেখেন, সংক্রমণের ৭১ মাস পরেও তাঁর বীর্যে হান্টাভাইরাসের আরএনএ রয়েছে। অর্থাৎ ভাইরাসের জিনগত চিহ্ন এখনও শরীরে থেকে গিয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর রক্ত, প্রস্রাব বা শ্বাসযন্ত্রে ভাইরাসের কোনও উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। এতে গবেষকদের ধারণা, পুরুষের অণ্ডকোষ ভাইরাসের জন্য এক ধরনের 'নিরাপদ আশ্রয়স্থল' হিসেবে কাজ করতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, শরীরের কিছু অংশে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা খুব বেশি সক্রিয় থাকে না। ফলে ভাইরাস সেখানে দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকতে পারে। ইবোলা ও জিকা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও আগে এমন ঘটনা দেখা গিয়েছিল। তাই হান্টাভাইরাস নিয়েও এখন একই ধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হল 'অ্যান্ডিজ ভাইরাস'। এটি হান্টাভাইরাসের এমন একটি ধরন, যা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে পারে। গবেষকরা এখনও নিশ্চিত নন, এত বছর পরে পাওয়া ভাইরাসের চিহ্ন আদৌ সংক্রামক কিনা। অর্থাৎ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে তা অন্যের শরীরে ছড়াতে পারে কিনা, তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা পুরুষ রোগীদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। কন্ডোম ব্যবহার, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বীর্য পরীক্ষা করার কথাও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আগে যেখানে সংক্রমণের পরে ৪২ দিন সতর্ক থাকাই যথেষ্ট মনে করা হত, এখন সেই সময়সীমা আরও বাড়ানো হতে পারে।তবে চিকিৎসকরা সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ এই গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ভাইরাস সত্যিই যৌন সম্পর্কে ছড়াতে পারে কিনা, তা জানতে আরও পরীক্ষা ও গবেষণা প্রয়োজন। তবুও এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে হান্টাভাইরাস মোকাবিলার নিয়ম ও চিকিৎসা পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

উধাও 'ককরোচ জনতা পার্টি'র সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ?

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভার্চুয়াল দুনিয়ায় ঝড় তোলা ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক দল 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি এবার এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী হল। গত কয়েকদিনে লাখ লাখ মানুষের সাইন-আপ এবং কোটি কোটি ভিউয়ারশিপের পর, গত রাতে আচমকাই ইনস্টাগ্রাম থেকে উধাও হয়ে যায় দলটির অফিসিয়াল পেজ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং দাবি করা হয় যে, বিস্ফোরক বৃদ্ধির কারণেই অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করা হয়েছে অথবা রাজনৈতিক চাপে মেটা কর্তৃপক্ষ এটি স্থগিত বা সাসপেন্ড করেছে।খবর অনুযায়ী, গত রাত থেকে সিজেপি-র ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি অন্তত দু-বার সাময়িকভাবে উধাও হয় বা সাসপেন্ড হয়। তবে আশ্চর্যজনকভাবে, এই বিভ্রান্তির মধ্যেও পেজটির ফলোয়ার সংখ্যা রকেট গতিতে বেড়েছে। গত রাতে যেখানে অ্যাকাউন্টটির ফলোয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ মিলিয়ন (৯০ লাখ), তা সমস্ত বাধা পেরিয়ে বর্তমানে ১১ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি ১০ লক্ষের গণ্ডি পার করে গিয়েছে। নেটিজেনদের একাংশের মতে, পেজে এক ধাক্কায় বিপুল পরিমাণ মানুষের আনাগোনা বা ট্রাফিকের কারণেও কারিগরি সমস্যা তৈরি হয়ে থাকতে পারে। তবে অ্যাকাউন্টটি পুরোপুরি বন্ধ বা হ্যাক হওয়ার কোনও অফিসিয়াল প্রমাণ মেলেনি, কারণ বর্তমানে পেজটি আবার সচল হয়েছে।এই চরম ডামাডোলের মাঝেই একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা তথা বস্টন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ৩০ বছর বয়সী অভিজিৎ দিপকে । সরাসরি সরকারকে নিশানা করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যুবসমাজের অধিকারের কথা বলা বা ভিন্নমত পোষণের জন্য কেন তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিকে এভাবে টার্গেট করা হচ্ছে? নিজের বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে ডিপকে বলেন, ক্ষুদ্রচীন যখন আমাদের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে, তখন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অথচ সরকার আমাদের মতো তরুণদের কণ্ঠরোধ করতে উঠেপড়ে লেগেছে।এখানেই শেষ নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি কটাক্ষ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন মানুষ মনে করেন যে মোদিই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সাহসী প্রধানমন্ত্রী?ক্ষুদ্র দিপকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই এতটাই শক্তিশালী হন, তবে তাঁর উচিত খোলাখুলি সংবাদ সম্মেলন করে কঠিন প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হওয়া। তবে এই ধরণের অনলাইন বাধা বা রাজনৈতিক চাপে যুব সমাজকে দমে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই আন্দোলন সাধারণ তরুণদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে তৈরি হয়েছে এবং তাঁদের সমর্থনে এটি এগিয়ে যাবে।উল্লেখ্য, গত ১৫ই মে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেকার যুবকদের নিয়ে করা একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এই সিজেপি বা ককরোচ জনতা পার্টির জন্ম হয়। ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক এবং অলস এই স্লোগানকে সামনে রেখে মূলত নিট পরীক্ষা বিতর্ক, প্রশ্নপত্র ফাঁস, বেকারত্ব এবং বাকস্বাধীনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে মিম ও শ্লেষাত্মক রসিকতার মাধ্যমে তুলে ধরছে এই প্ল্যাটফর্ম। মেটা বা ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই সাময়িক বিভ্রাট নিয়ে এখনো কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না দেওয়া হলেও, ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে এই 'আরশোলা বাহিনী'র ভার্চুয়াল ক্ষমতা যেভাবে বাড়ছে, তা ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জল খাওয়ার জন্য বাজে সাইরেন

ভারতের এই গ্রাম কেন বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত ?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দুপুর গড়িয়েছে, মাঠে-ঘরে কাজে ব্যস্ত গ্রামবাসী। হঠাৎ বেজে উঠল সাইরেন। কিন্তু এ কোনও বিপদের সংকেত নয় ; বরং স্বাস্থ্যসচেতনতা। সাইরেন শুনেই হাতের কাজ থামিয়ে সকলে এক গ্লাস জল তুলে নিচ্ছেন মুখে। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার পাটন তালুকের ছোট্ট গ্রাম মান্যাচিওয়াড়ি। এই গ্রামের অভিনব ব্যবস্থাই এখন সারা দেশের চর্চার বিষয়।গরমকালে কাজের চাপে অনেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল না খেয়ে কাটিয়ে দেন। এর ফলে ডিহাইড্রেশন, ক্লান্তি, অসুস্থতা দেখা যায়। এই সমস্যার সহজ অথচ কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করেছে মান্যাচিওয়াড়ি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেজে ওঠা সাইরেনই গ্রামবাসীর জল-পানের 'অ্যালার্ম'। শুধু তা-ই নয়, গ্রামে রয়েছে ঠান্ডা জল সরবরাহের ব্যবস্থা। এনএফসি কার্ড ছোঁয়ালেই মেলে শীতল পানীয় জল।শুধু জল খাওয়ার জন্য সাইরেন বাজানো নয়, 'সৌর গ্রাম যোজনা'র অধীনে এটিই মহারাষ্ট্রের প্রথম সম্পূর্ণ সৌরবিদ্যুৎ-চালিত গ্রাম। প্রায় ১০২টি ছাদ-সৌর প্যানেল থেকে গ্রামের শতভাগ বিদ্যুৎ-চাহিদা মেটে। রাস্তার আলো, জলের পাম্প, সিসিটিভি, স্কুল-চত্বরের আলো সবই চলে সূর্যের শক্তিতে। প্রতিটি পরিবারের বিদ্যুৎ বিল কার্যত শূন্য।২০০১ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই গ্রাম জিতেছে ৭৬টি পুরস্কার। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিকাশি, নিরবচ্ছিন্ন জল সরবরাহ, উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি মাপকাঠিতেই এগিয়ে এই গ্রাম। দেশের নানা প্রান্ত থেকে পঞ্চায়েত-প্রতিনিধিরা আসেন এই মডেল স্বচক্ষে দেখতে।

কন্ডোম বিলি প্রশাসনের !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে কানাডার টরন্টো শহরে বইছে তুমুল উত্তেজনা। খেলাধুলার এই মহোৎসব চলাকালীন ফুটবলপ্রেমীরা যাতে নিজেদের আনন্দ ও রোমাঞ্চকে নিরাপদ রাখতে পারেন, সেজন্য একটি অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে শহরের স্বাস্থ্য বিভাগ। টুর্নামেন্ট চলাকালীন ভক্তদের মধ্যে হাজার হাজার ফ্রি ও বিশেষ থিমযুক্ত কন্ডোম বিতরণ করবে টরন্টো সিটি কাউন্সিল। লক্ষ্য একটাই;মাঠের বাইরেও যেন সবাই 'নিরাপদে গোল' করতে পারেন!খেলার রোমাঞ্চকে আরও বাড়িয়ে দিতে এই কন্ডোম প্যাকেটে যুক্ত করা হয়েছে ফুটবল সংক্রান্ত নানা মজাদার ও দ্ব্যর্থবোধক স্লোগান। সীমিত সংস্করণের এই ছয়টি ভিন্ন প্যাকেটে লেখা রয়েছে;'হোয়াট আ ফিনিশ !', 'ব্লক দোজ শটস !' এবং 'ওহহহ, কানাডা'র মতো চমৎকার সব স্পোর্টস পাণ বা শব্দকৌতুক।টরন্টোর স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লিখেছেন, তনিরাপদে গোল করার জন্য প্রস্তুত হন। আপনি ফুটবল ম্যাচ দেখতে যান, কোনও ওয়াচ পার্টিতে অংশ নিন, সামার ফেস্টিভ্যালে মাতুন কিংবা সাধারণ কোনও পার্টিতে যান; মনে রাখবেন কন্ডোম আপনার এবং আপনার সঙ্গীর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।দ শহরের বিভিন্ন ক্লিনিক এবং নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট থেকে স্টক থাকা পর্যন্ত এই কন্ডোম বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।কানাডা, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আয়োজনে জুনে শুরু হতে যাচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের এই মহোৎসব। টরন্টোসহ উত্তর আমেরিকার মোট ১৬টি শহর এই ম্যাচগুলো আয়োজন করছে। আগামী ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে এই ফুটবল যজ্ঞের। আর এই পুরোটা সময়জুড়ে উৎসবের আমেজকে নিরাপদ রাখতেই টরন্টো প্রশাসনের এই ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 22-05-2026 18:11 Page 3

বানারহাটের চা বাগানে বাইসনের তাণ্ডব-মৃত্যু ১, আতঙ্কে শ্রমিকরা

নয়া জামানা ,বানারহাট ঃ বানারহাট ব্লকের একের পর এক চা বাগানে এদিন সকাল থেকে তাণ্ডব চালালো দলছুট পাঁচটি বাইসন। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চা শ্রমিক ও বাগানবাসীদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত পলাশবাড়ি চা বাগানে একটি সাব-অ্যাডাল্ট পুরুষ বাইসনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে বনদপ্তর।বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোররাতে মুষলধারে বৃষ্টির সময় মোরাঘাট জঙ্গল থেকে পাঁচটি বাইসন বেরিয়ে চা বাগান এলাকায় ঢুকে পড়ে। সকালবেলায় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বাগানবাসীরা প্রথম বাইসনের দলটিকে দেখতে পান। এরপরই খবর দেওয়া হয় বনকর্মীদের।চা বাগানের চৌকিদার গণেশ সাহু জানান, সকালে কাজে যাওয়ার সময় তারা পাঁচটি বাইসনকে বাগানের ভিতরে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে বাগান কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। এরপর থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকদের মধ্যে।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাইসনের দলটি দিকভ্রষ্ট হয়ে এক বাগান থেকে আরেক বাগানে ছুটে বেড়াতে শুরু করে। কখনও বানারহাট চা বাগান, কখনও পলাশবাড়ি চা বাগান, কখনও রিয়াবাড়ি, আবার কখনও তোতাপাড়া ও লক্ষীপাড়া চা বাগান এলাকায় ঢুকে পড়ে বাইসনের দল। শেষ পর্যন্ত পলাশবাড়ি চা বাগানের ৩৭ নম্বর সেকশনে একটি বাইসনের মৃত্যু হয়। বনদপ্তরের প্রাথমিক অনুমান, দৌড়াদৌড়ির জেরে হার্ট ফেইল করেই সাব-অ্যাডাল্ট পুরুষ বাইসনটির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ডায়না জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।অন্যদিকে বাকি বাইসন গুলি এখনও বানারহাট ব্লকের বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। তাদের নিরাপদে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন ডায়না রেঞ্জ, বানারহাট রেঞ্জ এবং বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ বিভাগের বনকর্মীরা।এদিকে বাইসনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন চা বাগানে ভিড় জমাতে শুরু করেন হাজার হাজার মানুষ। কেউ যাতে অতিরিক্ত উৎসাহে বাইসনের কাছাকাছি না চলে যান এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য পুলিশ ও এসএসবি-র পক্ষ থেকেও নজরদারি চালানো হচ্ছে।যতক্ষণ না বাইসনের দল জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে, ততক্ষণ আতঙ্ক কাটছে না চা শ্রমিক ও বনকর্মীদের। যে কোনও সময় হামলার আশঙ্কায় সতর্ক অবস্থায় রয়েছে গোটা এলাকা।

পশু জবাই ইস্যুতে ডেপুটেশন সিপিএমের

নয়া জামানা, মালদা ঃ আসন্ন ঈদুজ্জোহার আগে গরু-মহিষ জবাই সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের নির্দেশিকার বৈধতা নিয়ে বিতর্ক তীব্র আকার নিয়েছে। বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে সিপিএম-সহ পশু ব্যবসায়ী, ডেয়ারি কৃষক, পরিবহনকারী ও চর্ম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত একাংশের তরফে।আবেদনকারীদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০ দীর্ঘদিন কার্যত নিষ্ক্রিয় থাকার পর সম্প্রতি নতুন নির্দেশিকার মাধ্যমে কঠোরভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে, যা বর্তমান পরিকাঠামো ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় কার্যকর করা কঠিন।

তাঁদের দাবি, পর্যাপ্ত কসাইখানা ও ভেটেরিনারি ব্যবস্থার অভাবে এই আইন কার্যকর হলে গ্রামীণ পশু বাজার, মাংস ব্যবসা ও সংশ্লিষ্ট শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মামলায় আরও দাবি করা হয়েছে, এই নির্দেশিকার ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অধিকার ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এটি সংবিধানগত প্রশ্নও তুলছে। মোট ১৪টি আইনি প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, সিপিএম এই ইস্যুতে শুধু আদালতেই নয়, রাস্তাতেও আন্দোলনে নেমেছে। মালদায় জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন এবং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দলের জেলা নেতৃত্বের বক্তব্য, পরিকাঠামো ছাড়া হঠাৎ কঠোর আইন কার্যকর হলে লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা বিপর্যস্ত হতে পারে এবং সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, জনস্বাস্থ্য ও পশু কল্যাণের স্বার্থেই আইন কার্যকর করা জরুরি।

চাকরির নামে আর্থিক প্রতারণা ! অভিযোগ পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে

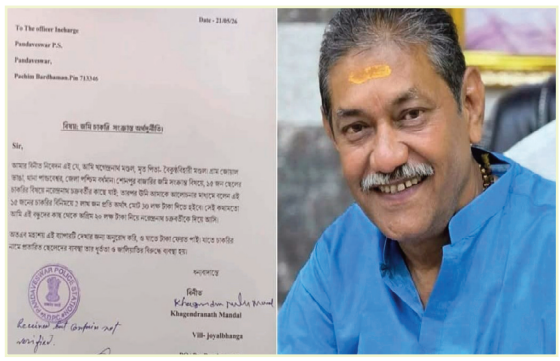

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , পাণ্ডবেশ্বর ঃ এলাকার যুবকদের থেকে ২০ লক্ষ টাকা নিয়ে চাকরি না দেওয়ার অভিযোগ পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। পাণ্ডবেশ্বর থানার লিখিত অভিযোগ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির। তদন্ত করে টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। এ দিকে সোশাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতিতে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক। তাঁর দাবি, আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পাণ্ডবেশ্বর থানার জোয়ালভাঙা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি জানিয়েছেন, জমি সংক্রান্ত একটি বিষয়ে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। খগেন্দ্রনাথের দাবি, পরিচয়ের পর অর্থের বিনিময়ে এলাকার ১৫ জন যুবকে চাকরি দেওয়ার কথা বলেন বিধায়ক। প্রত্যেকের থেকে ২ লক্ষ অর্থাৎ মোট ৩০ লক্ষ তুলতে বলেন তিনি। সেই মতো যুবকদের পরিবার ধাপে ধাপে ২০ লক্ষ টাকা জোগাড় করে। খগেন্দ্রনাথ সেই টাকা তুলে দেন বিধায়কের হাতে। কিন্তু চাকরি হয়নি। টাকা ফেরত চাইতে গেলে তা ফেরত পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেছেন তিনি। খগেন্দ্রনাথের অভিযোগ, এলাকার ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা টাকা জোগাড় করি। অনেকেই ধার দেনা করে টাকা দিয়েছে। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও চাকরি হয়নি। পরে টাকা ফেরতের কথা বললেও নানা অজুহাত দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। চাকরি না হওয়ার পাশাপাশি টাকা ফেরত না পাওয়ায় যুবক ও তাঁদের পরিবার চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে।তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, আমাকে নানাভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমার সামর্থ্য মতো মানুষের কাজ করেছি। আমার কাছে যারা এসেছে কেউ খালি হাতে ফিরে যায়নি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে।

চাকরির নামে তোলাবাজি-সন্ত্রাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, লাউদোহা ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আদায় করে প্রতারণা এবং এলাকায় সন্ত্রাসের অভিযোগে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ফরিদপুর পুলিশের জালে আটক তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শেখ ওয়াসুল। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ধৃত শেখ ওয়াসুল দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের রাঙামাটি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই শেখ ওয়াসুলের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ জমা পড়ছিল। অভিযোগ, কখনও চাকরি দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছে, আবার কখনও ভয় দেখিয়ে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এলাকায় তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস তৈরির অভিযোগও ছিল বলে জানা গেছে। এসব অভিযোগের কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার পুলিশ শেখ ওয়াসুলকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার সকালে ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।ধৃত ওয়াসুলকে গ্রেফতারির প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, বিগত ১৫ বছর ধরে আমি রাজনীতির সাথে যুক্ত কাউকে কখনো কটু কথা পর্যন্ত বলিনি, তার পাশাপাশি টাকা তোলা ও সন্ত্রাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন এগুলো সবই মিথ্যা। ধৃত শেখ ওয়াসুলের কথাই উপরওয়ালা যা করেছে ভালোর জন্যই করেছে।

আধার পরিষেবায় অনিয়মের অভিযোগ, অতিরিক্ত টাকা আদায়ে ক্ষোভ স্থানীয়দের

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লক এলাকার দুরামারিতে আধার কার্ডে মোবাইল নম্বর সংযুক্তি এবং নতুন আধার কার্ড তৈরিকে কেন্দ্র করে এক বেসরকারি সিএসসি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। খট্টিমারি নাথুয়া গয়ারকাটা চানাডিবা-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ ভোর রাত থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে পরিষেবা নিতে আসছেন বলে অভিযোগ। আর সেই সুযোগেই সরকারি নির্ধারিত টাকার চেয়ে বেশি টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।অভিযোগ আধার কার্ডে মোবাইল নম্বর সংযুক্ত করতে যেখানে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৭৫ টাকা নেওয়ার কথা সেখানে ওই সিএসসি কেন্দ্রে নেওয়া হচ্ছে ১৩০ টাকা। শুধু তাই নয় নতুন আধার কার্ড তৈরি করতেও কয়েকশো টাকা দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ জানান মোবাইল নম্বর লিংক করতে ১৩০ টাকা নিচ্ছে। আর নতুন আধার কার্ড বানাতে প্রায় ৮০০ টাকা পর্যন্ত চাইছে। মানুষের প্রচণ্ড ভিড় হচ্ছে। ভোর ৩টা থেকে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরও বলেন পোস্ট অফিসে ঠিকমতো কাজ না হওয়াতেই মানুষ বাধ্য হয়ে বেসরকারি দোকানে আসছে। ফলে সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 22-05-2026 18:11 Page 4

কলকাতার স্ট্রিট লাইব্রেরি

চলার পথে বই—বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্লভ দুটি শব্দ, বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব। কিন্তু দুই মলাটের মাঝের সাদা পৃষ্ঠার ওপর কালো হরফের সঙ্গে যাদের বন্ধুত্ব, তারা বোধহয় এই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী। কারণ, বইয়ের মতো বিশ্বস্ত বন্ধু আর কে আছে? তা সে হলদে হয়ে আসা পুরোনো বই হোক বা নতুন কাগজে ছাপার কালির গন্ধ মাখানো সদ্য কেনা বই। তবে, দুনিয়া জুড়ে প্রযুক্তির দখ লদারিতে বইয়ের প্রতি মানুষের টান হয়তো কিছুটা হলেও কমেছে। কিন্তু এমন বন্ধুকে কি হারিয়ে যেতে দেওয়া যায়? নতুন এবং আগামী পৃথিবীর সঙ্গে বইয়ের আলাপ করিয়ে দেওয়া আসলে মানুষকে খানিকটা থিতু হতে দেওয়া, ভাববার অবকাশ দেওয়া। (কলকাতার স্ট্রিট লাইব্রেরি)কলকাতার মতো ব্যস্ত শহরে নাগরিক কোলাহল পথিকের জন্য ক্লান্তিকর। মন চায় একটু বিশ্রাম। চলার পথে এমনই কিছু বই ঘেরা বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা আছে শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তে। উত্তর কলকাতার জগৎ মুখার্জি পার্ক, শ্যামবাজারের দেশবন্ধু পার্ক সংলগ্ন উত্তরের আড্ডা, দক্ষিণ প্রান্তের পাটুলিতে পাটুলি স্ট্রিট লাইব্রেরি ইত্যাদি ঠিকানা বইপ্রেমী মানুষের কাছে তপ্ত বৈশাখে যেন এক পশলা বৃষ্টি। শুধু বইপোকা মানুষের জন্য নয়, রাস্তার ধারের এই বিনামূল্যের গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ মানুষকে বইয়ের কাছাকাছি আনে, বই-ভালোবাসতে শেখ ায়, শিশুদের সুস্থ মননের দিশারি করে তোলে। এখানে রইলো তেমনই কিছু মানুষের খোঁজ, যাঁদের উদ্যোগ এবং কর্মকাণ্ড জানান দেয়, কলকাতা যায়নি ম'রে আজো। (কলকাতার স্ট্রিট লাইব্রেরি)

শুধু বইপোকা মানুষের জন্য নয়, রাস্তার ধারের এই বিনামূল্যের গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ মানুষকে বইয়ের কাছাকাছি আনে, বই-ভালোবাসতে শেখায়, শিশুদের সুস্থ মননের দিশারি করে তোলে। এখানে রইলো তেমনই কিছু মানুষের খোঁজ, যাঁদের উদ্যোগ এবং কর্মকাণ্ড জানান দেয়, কলকাতা যায়নি ম'রে আজো।শহরের ব্যস্ততম এক রাস্তা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। এই রাস্তার সঙ্গে জুড়ে আছে নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, শোভাবাজার রাজবাড়ি, নেতাজির মহানিষ্ক্রমণ, জগৎ মুখার্জি পার্কের কথা । ২০১০ থেকে ধীরে ধীরে এক ইতিহাস জুড়ে যায় জগৎ মুখার্জি পার্কের সঙ্গে। ওই বছর পার্কে নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্বে কাজে যোগ দেন সত্যরঞ্জন দলুই। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর হাত ধরেই কলকাতার একটি সাধারন পার্ক হয়ে ওঠে উদ্যান-গ্রন্থাগার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের ভূমিপুত্র, সত্যরঞ্জনবাবুর বড়ো হয়ে ওঠা মাটিকে আঁকড়ে ধরেই। রুটিরুজির তাগিদ যখন তাকে নিয়ে এলো শহুরে কংক্রিটের দুনিয়ায়, তখন হয়তো কোথাও তিনি খ ুঁজে বেড়াতেন সেই গ্রাম্য কোমলতা। ভৌগলিক ভাবে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও নাগরিক ব্যস্ততা যে কলকাতার প্রাণকে শুষ্ক করে দিতে পারেনি,

তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। সবুজকে ভালোবেসে নানা ধরনের গাছ দিয়ে সাজিয়ে তোলেন পার্কটি। বাড়তে থাকে মানুষের আনাগোনা। পাশ্ববর্তী স্কুলে ছেলেমেয়েদের পৌঁছে দিয়ে অভিভাবকরা গল্পগুজব করে সময় কাটাতে আসতেন জগৎ মুখার্জি পার্কে। ঠিক এই সময়ই একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন সত্যরঞ্জন। পার্কে আসা মানুষজন সময় কাটাতে পড়াশোনা করুন, মেতে উঠুন স্বাস্থ্যকর আড্ডায়, এই ছিল তার সব স্বপ্ন। সেই কল্পনাকেই বাস্তবে রূপ দিতে স্থানীয় মানুষের সহায়তায় নিজের বেতনে একটু একটু করে গড়ে তুললেন উদ্যান-গ্রন্থাগার। নিজের উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করলেন বই, সাজালেন তার সাধের বইঘর। পার্কে সময় কাটাতে আসা মানুষেরা এবার থেকে হাতে তুলে নিতে থাকলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বই। এভাবেই মানুষের সঙ্গে বইয়ের আত্মীয়তা গড়ে তুললেন সত্যরঞ্জন।

তারপর কেটে গেছে দেড় দশক, এরই মধ্যে বিশ্বজুড়ে হানা দিয়েছে কোভিড। তখনও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই উদ্যান চলেছে নিজস্ব ছন্দে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানুষকে বইমুখী করার পাশাপাশি কারো অসুস্থতায় তাকে সহায়তা করার ব্রতও গ্রহণ করেছেন সত্যরঞ্জন বাবু। বই ঘরের উঠোনে তাই জায়গা করে নিয়েছে স্ট্রেচার। শুধু তাই নয়, বাতিল পুরোনো টেলিফোন রিসিভার, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি সবকিছুই তাদের নতুন ঠিকানা খ ুঁজে পায় এই পার্কে। চারপেয়েরাও এখ ানে বাস করে পরম নিশ্চিন্তে।নির্ভেজাল আড্ডা উত্তর কলকাতার বৈশিষ্ট্য। ভালো ভালো কতকিছু উঠে এসেছে এইরকম আড্ডার আসর থেকে; যেমন, শ্যামবাজার সংলগ্ন উত্তরের আড্ডা । এলাকার প্রাতঃভ্রমণকারীরা চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে পরিকল্পনা করেন একটা লাইব্রেরি হলে কেমন হয়? ওই ভাবনা থেকেই প্রশাসনের সহায়তায় চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করেই দেশবন্ধু ক্লাবের কাছে ২০২১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শিক্ষক দিবসের দিন থেকে উত্তরের আড্ডা হয়ে উঠেছে স্ট্রিট লাইব্রেরি, যা পাঠকদের জন্য ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। সংগঠনের অন্যতম সদস্য শম্ভু সাহা বঙ্গদর্শন.কম-কে জানালেন, মধ্য রাত পেরিয়ে রাত যখন প্রায় আড়াইটে তখনও কোনও কোনও বইপ্রেমী পাঠক বই পড়ায় মগ্ন থাকেন। ৮ থেকে ৮০ সকলেরই সুস্থ আড্ডার ঠেক এই উত্তরের আড্ডা।জ্ঞান ও শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে যারা সমকাল ও আগামীকে পথ দেখায়, তারাই প্রমাণ করে পৃথিবীটা এখনো স্বার্থপরের কুক্ষিগত হয়ে যায়নি। যাঁরা বইকে ভালোবাসতে শেখ ান, তাঁরা হিংস্র সভ্যতার চোখে চোখ রেখে নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে রক্ষা করেন সুস্থ সভ্যতাকে, পৃথিবীকে করে তোলেন আগামীর বাসযোগ্য ।নতুন প্রজন্ম নতুন করে পথ দেখায় প্রবীণদের। কিংশুক হালদার এইরকমই নতুন এক পথের দিশারী। বইপাগল এই কিশোরের সরল চিন্তা-ভাবনাই জন্ম দিয়েছে পাটুলি স্ট্রিট লাইব্রেরির ।

কিংশুকের মা কুমকুম হালদার কথা বলছিলেন বঙ্গদর্শন.কমের সঙ্গে, জানালেন কোভিড কালে কিংশুক লক্ষ্য করে তার বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই বই থেকে দূরে সরে গিয়ে ক্রমশ মোবাইলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। সেই সময়ই একদিন বাড়ির পুরোনো বইয়ের যত্ন-আত্তি করতে গিয়ে হঠাৎই প্রস্তাব দেয় বাড়ির বই দিয়ে যদি ছোটোখাটো লাইব্রেরি করা যায়, কেমন হয়? তার এই প্রস্তাবে পাশে দাঁড়ায় পরিবার। বাড়ির পুরোনো রেফ্রিজারেটর রূপান্তরিত হয় বইয়ের আলমারিতে, স্থানীয় দোকানের পাশে রাখা হয় সেই রেফ্রিজারেটর। তারপর পেরোতে হয়েছে বেশ কিছু ঝড়-জলের দিনও। হাল ছাড়েননি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকে পাশে দাঁড়িয়েছেন, বই দিয়েছেন। মাতৃভাষা দিবসের দিন রেফ্রিজারেটরের মধ্যে দিয়ে যে গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেটি একটি ছাদ পায়। সাতশো বই নিয়ে শুরু হওয়া গ্রন্থাগারটিতে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার। শুধু পাটুলিতে নয়, হালদার পরিবারের উদ্যোগে এবং স্থানীয় মানুষের সহায়তায় বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত এলাকা যেমন সুন্দরবন, কুলতলি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় কুড়িটি এই ধরনের গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছে। বোলপুরে রয়েছে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারও। কুমকুম জানালেন, এই ধরনের গ্রন্থাগার নির্মাণের শর্ত একটাই, পাঠকদের কাছে কোন আর্থিক মূল্যের বিনিময় চলবে না। এই গ্রন্থাগারগুলির সদস্য হওয়ার যায় শুধুই বইয়ের প্রতি ভালোবাসা, সমাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার মানসিকতার নিরিখে।এই লাইব্রেরিটি পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে চলে। লেক মলের কাছে অবস্থিত লিটল ফ্রি লাইব্রেরি হলো একটি বিনামূল্যে বই আদান-প্রদানের স্থান, যা একটি সম্মানজনক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখানে কোনো ফি বা সদস্যপদ ছাড়াই মানুষ একে অপরের সঙ্গে বই বিনিময় করতে পারেন।

আঁধার থেকে আলোর পথে এগোনো মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু বিভিন্ন কারণে দিকভ্রষ্ট হয় অনেকেই। কিন্তু জ্ঞান ও শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে যারা সমকাল ও আগামীকে পথ দেখায় তারাই প্রমাণ করে, পৃথিবীটা এখনো স্বার্থপরের কুক্ষিগত হয়ে যায়নি। যাঁরা বইকে ভালোবাসতে শেখান তাঁরা হিংস্র সভ্যতার চোখে চোখ রেখে নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে রক্ষা করেন সুস্থ সভ্যতাকে, পৃথিবীকে করে তোলেন আগামীর বাসযোগ্য। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।